সংবাদ

তারিখ ... 10 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

স্বরূপকাঠিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে ডোনেশন বাণিজ্য

প্রতিনিধি, স্বরূপকাঠি

স্বরূপকাঠির বেসরকারি কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে সরকারি নীতিমালা যথাযথভাবে মানা হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মোটা অঙ্কের ডোনেশন গ্রহণ ও পছন্দসই আত্মীয়স্বজনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া। ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক ডোনেশন নেয়া ও কারও স্বজনকে নিয়োগ দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট দলাদলিতে অনেক প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখাও ব্যাহত হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এ উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে ডোনেশনের নামে ঘুষ বাণিজ্য চলে আসছে। সে কারণেই সেবার চেয়ে আর্থিক সুবিধা পেতে ম্যানেজিং কমিটিতে স্থান পাওয়ার লড়াই তীব্রতর হচ্ছে। ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা শূন্যপদে নিয়োগ দেয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। পাশাপাশি পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী না থাকা সত্ত্বেও বাড়তি শাখা খুলে অথবা বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে হাতিয়ে নেন লাখ লাখ টাকা। নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলেই প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গে দর কষাকষি করে পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে লবিং শুরু হয়ে যায়। সর্বোচ্চ দরের প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করে নিয়োগ বোর্ডকে প্রভাবিত করতে সব পন্থা অবলম্বন করা হয়। সে ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিনিধিরাও পর্যাপ্ত সম্মানির বিনিময় ম্যানেজিং কমিটির পছন্দের প্রার্থীকে পাস করাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকেন। নিয়োগ বোর্ডের সব কলাকৌশল উপেক্ষা করে যদি উচ্চ মেধাসম্পন্ন কোন প্রার্থী পাস করেই যান তাহলেও যথাসময় নিয়োগ না দিয়ে তার সঙ্গে দর কষাকষি করে ডোনেশন আদায়ের চেষ্টা করেন। অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হলে নানা অজুহাতে নিয়োগ বাতিল করে দিয়ে নতুনভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। সম্প্রতি স্বরূপকাঠি কলেজিয়েট একাডেমি বিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়োগ বোর্ড সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া অমল দাসকে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানা তালবাহানা করে প্রায় দেড় মাস পরে ৫ নভেম্বর পরীক্ষা বাতিল করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ বোর্ডের সদস্য ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর হোসেনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নীতিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে নিয়োগ দেয়া না দেয়ার ফয়সালা করতে হবে। অপরদিকে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী না থাকা সত্ত্বেও দৈহারী এ কে ইনস্টিটিউশন, তিন গ্রাম সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এ কে এম নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ অন্তত ৫০টি প্রতিষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক পুষে সরকারের কোটি কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি করা হচ্ছে। কম্পিউটার নেই, এমনকি বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও বেশকটি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার শিক্ষক কর্মরত আছেন